প্রশ্নোত্তরে ফিকহুল ইবাদাত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায় সিয়াম (রোযা)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ অধ্যাপক মোঃ নূরুল ইসলাম

৩.২২ লাইলাতুল কদর - ১৩৮. লাইলাতুল কদরের মর্যাদা, বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত জানতে চাই।

লাইলাতুল কদরের মর্যাদা ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো

১. এ রাতে আল্লাহ তা'আলা পুরা কুরআন কারীমকে লাউহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে নাযিল করেন। তাছাড়া অন্য আরেকটি মত আছে যে, এ রাতেই কুরআন নাযিল শুরু হয়। পরবর্তী ২৩ বছরে বিভিন্ন সূরা বা সূরার অংশবিশেষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।
২. এ এক রজনীর ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।
৩. এ রাতে পৃথিবীতে অসংখ্য ফেরেশতা নেমে আসে এবং তারা তখন দুনিয়ার জন্য কল্যাণ, বরকত ও রহমত বর্ষণ করতে থাকে।
৪. এটা শান্তি বর্ষণের রাত। এ রাতে ইবাদতগুজার বান্দাদেরকে ফেরেশতারা জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির বাণী শুনায়।
৫. এ রাতের ফযীলত বর্ণনা করে এ রাতেই একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল হয়। যার নাম সূরা কদর।
৬. এ রাতে নফল সালাত আদায় করলে মুমিনদের অতীতের সগীরা গুনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমান ও সাওয়াব লাভের আশায় কদরের রাতে নফল সালাত আদায় ও রাত জেগে ইবাদত করবে আল্লাহ তার ইতঃপূর্বের সকল সগীরা (ছোট) গুনাহ ক্ষমা করে দেন।” (বুখারী: ১৯০১, মুসলিম: ৭৬০)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15223

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন